OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 04
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 37 - 43
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 37 - 43
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা ও ওড়িয়া ভাগবত : এক তুলনামূলক অধ্যয়ন

শ্রেয়া হালদার
গবেষক, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: shreyahalder6@gmail.com
0009-0002-9567-9513

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Bhagabata Purāṇa, Bengali Bhagabata, Odia Bhagabata, Translation, Regionalization & Comparison.

Abstract
The 'Śrīmad Bhāgabata Purāṇa' is one of the most significant religious and cultural texts in the Bhakti literature of medieval India. Originally composed in Sanskrit, this Purāṇa was subsequently translated, adapted, and reinterpreted into various regional languages, making its philosophical and devotional teachings accessible to the common people. The Bhagabata-based literary traditions in Bengali and Odia represent two important examples of this broader process of translation and regionalization. In Bengali literature, Maladhar Basu's 'Śrīkṛṣṇavijaya' is a remarkable literary adaptation of the Bhagabata narrative centred on the life and deeds of Lord Krishna. In contrast, Atibadi Jagannath Das's 'Odia Bhagabata' is a distinguished cultural translation and creative reconstruction of the Sanskrit 'Śrīmad Bhāgabata' Purāṇa, deeply rooted in the religious and socio-cultural ethos of Odisha. Both texts embody the ideals of Krishna devotion (Krishna Bhakti), humanistic values, religious consciousness, and moral instruction. However, they differ significantly in language, poetic style, narrative technique, the incorporation of folk traditions, social context, and the articulation of regional cultural identity. This paper undertakes a comparative analysis of the Bengali and Odia Bhagabata traditions by examining their textual sources, linguistic features, thematic concerns, devotional philosophy, methods of translation and adaptation, and their wider socio-cultural influence.

Discussion

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে সংস্কৃত ও আঞ্চলিক ভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয়। বিশেষত মধ্যযুগে সংস্কৃতের ধর্মীয়, পৌরাণিক ও দার্শনিক সাহিত্য যখন বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দি, অসমিয়া, মারাঠি প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষায় প্রবেশ করে, তখন ভারতীয় সাহিত্য নতুন এক বহুভাষিক ও বহুসাংস্কৃতিক রূপ লাভ করে। এই রূপান্তরের ক্ষেত্রে *শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ* একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধে বিন্যস্ত একটি বিশাল পুরাণগ্রন্থ। এর কেন্দ্রে রয়েছে ভগবান বিষ্ণুর অবতারতত্ত্ব এবং বিশেষত কৃষ্ণের জীবন ও লীলা। কৃষ্ণের জন্ম, বাল্যলীলা, বৃন্দাবন, গোপীপ্রেম, কংসবধ, মথুরা ও দ্বারকার জীবন, ধর্ম ও

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 04
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 37 - 43
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ভক্তির তত্ত্ব - সবমিলিয়ে ভাগবত ভারতীয় ধর্মীয় ও সাহিত্যিক কল্পনার এক বিশাল ক্ষেত্র তৈরি করেছে। বিশেষত দশম স্কন্ধ কৃষ্ণকাহিনির জন্য ভারতীয় আঞ্চলিক সাহিত্যের অন্যতম প্রধান উৎস হয়ে ওঠে।

তবে সংস্কৃত ভাগবতের আঞ্চলিক ভাষায় রূপান্তরকে কেবল 'অনুবাদ' বলে চিহ্নিত করা যথেষ্ট নয়। কারণ অনুবাদক যখন একটি ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তর করেন, তখন তিনি শুধু শব্দের পরিবর্তন করেন না; তিনি নতুন পাঠক, নতুন সমাজ, নতুন সাংস্কৃতিক স্মৃতি এবং নতুন ধর্মীয় অনুভূতির কথা বিবেচনা করেন। ফলে অনুবাদ অনেক সময় হয়ে ওঠে পুনর্নির্মাণ বা সাংস্কৃতিক অনুবাদ। বাংলা ও ওড়িয়া ভাগবতীয় সাহিত্য এই সৃজনশীল অনুবাদ-প্রক্রিয়ার দুটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।

এখানে 'বাংলা ভাগবত' বলতে সংস্কৃত ভাগবতের কোনো একটি মাত্র পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদকে বোঝানো হচ্ছে না, বরং বাংলা ভাষায় ভাগবত-নির্ভর ও ভাগবতীয় কৃষ্ণচেতনা-সমৃদ্ধ সাহিত্যধারাকে বোঝানো হচ্ছে। এই ধারায় মালাধর বসুর *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে 'ওড়িয়া ভাগবত' বলতে মূলত অতিবড়ী জগন্নাথ দাস প্রণীত *ওড়িয়া ভাগবত*-কে বোঝানো হয়েছে, যা ওড়িয়া সাহিত্য ও সমাজে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছে।

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ : বাংলা ও ওড়িয়া সাহিত্যের উৎস— ভারতীয় ধর্মীয় সাহিত্যে পুরাণের প্রধান উদ্দেশ্য কেবল পৌরাণিক কাহিনি পরিবেশন নয়; ধর্মীয় তত্ত্বকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত করা। *শ্রীমদ্ভাগবত* সেই দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে ভক্তিকে মুক্তির অন্যতম প্রধান পথ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জ্ঞান ও কর্মের পাশাপাশি ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও আত্মসমর্পণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ভাগবতের কৃষ্ণচরিত্র বহুমাত্রিক। তিনি একদিকে পরম ব্রহ্ম, অন্যদিকে যশোদার সন্তান, একদিকে বিশ্বস্রষ্টা, অন্যদিকে বৃন্দাবনের রাখাল, একদিকে ধর্মরক্ষক, অন্যদিকে গোপীদের প্রেমের কেন্দ্র। এই বহুমাত্রিক কৃষ্ণচরিত্রই আঞ্চলিক ভাষার কবিদের কল্পনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

বাংলা ও ওড়িয়া উভয় ভাষায় ভাগবতীয় সাহিত্যের বিকাশের পেছনে মধ্যযুগীয় ভক্তি-আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সংস্কৃতের কঠিন ধর্মতাত্ত্বিক ভাষাকে সাধারণ মানুষের ভাষায় নিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা থেকেই আঞ্চলিক ভাষায় ধর্মীয় সাহিত্য রচনার প্রবণতা শক্তিশালী হয়। ফলে ভাগবতীয় সাহিত্য একদিকে ধর্মীয় জ্ঞানকে সহজলভ্য করেছে, অন্যদিকে বাংলা ও ওড়িয়া ভাষার সাহিত্যিক বিকাশকেও সমৃদ্ধ করেছে।

বাংলা ভাগবতীয় সাহিত্য : মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'— বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে মালাধর বসু একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর একজন কবি ছিলেন। তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় ভাগবত পুরাণের অনুবাদ করেন। তবে এই অনুবাদটি কেবল ভাগবতের একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ের সমন্বয়ে গঠিত। মালাধর বসুর এই অনুবাদটি *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* নামে পরিচিত। *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* বাংলা ভাষায় ভাগবতীয় কৃষ্ণকাহিনির অন্যতম প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য কাব্যিক রূপ। রচনাটি সংস্কৃত *শ্রীমদ্ভাগবত*-এর আক্ষরিক অনুবাদ নয়। বরং ভাগবতের বিশেষত কৃষ্ণকেন্দ্রিক আখ্যানকে অবলম্বন করে কবি একটি স্বতন্ত্র বাংলা কাব্য নির্মাণ করেছেন।

মালাধর বসু গুণরাজ খাঁ উপাধি পেয়েছিলেন। তবে যিনি উপাধি দিয়েছিলেন তাঁর নাম পরিচয় তিনি তাঁর কাব্যে উল্লেখ করেননি। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে তিনি লিখেছেন –

> "গৌড়েশ্বর গুণ নাহি অধম মুঞি, নাহি কোনোও জ্ঞান।
> দিলা নাম গুণরাজ খাঁণ।
> সত্যরাজ খাঁণ হয় হৃদয় নন্দন।
> যারে আশীর্বাদ কর যত সাধুজন।।"
>
> (বাগচী, বাংলা বাঙালি ও শ্রীজাগন্নাথ, পৃ. ১০৩)

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 04
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 37 - 43
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এ থেকে কেবল জানা যায় যেকোনো এক গৌড়েশ্বর এই উপাধি তাঁকে দিয়েছেন। তবে তিনি কে তা জানা যায়নি। হতে পারে তৎকালীন বাংলার কোনো নবাব তাঁকে এই উপাধি দিয়েছেন হয়তো। কিন্তু ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. সুখময় মুখোপাধ্যায়, অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়-সহ বিভিন্ন গবেষকরা প্রমাণ করেছেন এই গৌড়েশ্বর হলেন রুকনুউদ্দীন বরবাক শাহ। তবে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে এর উল্লেখ নেই।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পৌরাণিক আখ্যানকে বাংলা কাব্যের প্রচলিত ছন্দ ও ভাষায় পরিবেশন করা। পয়ার-প্রধান ছন্দের সহজ গতি সাধারণ শ্রোতা ও পাঠকের কাছে কাহিনিকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। সংস্কৃতের পাণ্ডিত্যনির্ভর জগৎ থেকে কৃষ্ণকে বের করে এনে কবি তাঁকে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের পরিচিত সাংস্কৃতিক জগতে প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে কৃষ্ণ কেবল দেবতা নন, তিনি মানবিক আবেগেরও কেন্দ্র। তাঁর জন্ম, শৈশব, গোপালজীবন, বৃন্দাবনলীলা এবং বিভিন্ন অসুর বধের মধ্যে দেবত্ব ও মানবত্ব পাশাপাশি অবস্থান করে। এই দ্বৈততা বাংলা কৃষ্ণসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিজয় যাত্রা বা মঙ্গল যাত্রা। এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গে বারবার শ্রীজগন্নাথ শব্দের উল্লেখ রয়েছে। ফলে বাংলা সাহিত্যে বা বাঙালির মননে যে শ্রীজগন্নাথ ভাবনার উন্মেষ ঘটেছিল তা অনুমান করা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের (১৩৫০-১৫০০) মতো শ্রীকৃষ্ণবিজয়েও শ্রীজগন্নাথ প্রসঙ্গ এসেছে কখনো কৃষ্ণ-হরি-বিষ্ণু-র সমীকরণে। মূলত শ্রীকৃষ্ণ চেতনাতেই শ্রীজগন্নাথকে ব্যক্ত করা হয়েছে।

"জরাসন্ধ মহারাজা বধিল যেন মতে।
রাজসূয়ে শিশুপাল মারিল জগন্নাথে।।"

(বাগচী, বাংলা বাঙালি ও শ্রীজাগন্নাথ, পৃ. ১০৪)

তবে বাংলা ভাগবতীয় সাহিত্য কেবল মালাধর বসুতেই সীমাবদ্ধ নয়। পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলি, কৃষ্ণকেন্দ্রিক কাব্য, জীবনীমূলক সাহিত্য এবং চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব রচনায় ভাগবতীয় কৃষ্ণচেতনা বিভিন্ন ভাবে বিকশিত হয়েছে। ফলে বাংলা সাহিত্যে ভাগবত একটি নির্দিষ্ট গ্রন্থের প্রভাব নয়, বরং একটি দীর্ঘস্থায়ী সাহিত্যিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য।

ওড়িয়া ভাগবত : অতিবড়ী জগন্নাথ দাসের অবদান— ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে অতিবড়ী জগন্নাথ দাসের *ভাগবত* এক অনন্য সৃষ্টি। জগন্নাথ দাস পঞ্চসখার অন্যতম প্রধান কবি। তাঁর রচিত ওড়িয়া ভাগবত সংস্কৃত *শ্রীমদ্ভাগবত*-কে ভিত্তি করে নির্মিত হলেও তা শব্দে-শব্দে অনুবাদ নয়। মূল গ্রন্থের বিষয়, তত্ত্ব ও আখ্যানকে ওড়িয়া ভাষা ও সমাজের উপযোগী করে তিনি পুনর্গঠন করেছেন। এই রচনার গুরুত্ব কেবল সাহিত্যিক নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকও। ওড়িয়া সমাজে ভাগবত পাঠের একটি সুদীর্ঘ ঐতিহ্য তৈরি হয়। গ্রামের বিভিন্ন স্থানে 'ভাগবত তুঙ্গী' বা 'ভাগবত ঘর' - এ সাধারণ মানুষ সমবেত হয়ে ভাগবত পাঠ ও শ্রবণ করত। ফলে গ্রন্থটি ব্যক্তিগত পাঠের সীমা অতিক্রম করে সামাজিক জীবনের অংশ হয়ে ওঠে।

যে ভক্তি বলে এ সংসারে নুহই পুন এ জীবর
ভকতি কলে জ্ঞান হুয়ে জীবন পরে মায়া মহে

(দাস, দ্বিতীয় অধ্যায়, শ্লোক- ১৮-১৯, পৃ. ৬)

জগন্নাথ দাসের ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য তার সহজবোধ্যতা। সংস্কৃতের জটিল দার্শনিক ধারণাকে তিনি এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যাতে সাধারণ মানুষও তা গ্রহণ করতে পারে। এই কারণে ওড়িয়া ভাগবত একদিকে ধর্মীয় গ্রন্থ, অন্যদিকে লোকশিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জগন্নাথ দাসের ভাগবত ওড়িয়া ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। একটি বৃহৎ ধর্মীয় গ্রন্থ যখন আঞ্চলিক ভাষায় রচিত হয় এবং ব্যাপকভাবে পাঠিত ও শ্রুত হয়, তখন সেই ভাষার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। ওড়িয়া ভাগবতের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 04
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 37 - 43
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অনুবাদ না পুনর্নির্মাণ? – বাংলা ও ওড়িয়া ভাগবতীয় সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনায় অনুবাদ-পদ্ধতি একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। আধুনিক অনুবাদতত্ত্বের দৃষ্টিতে অনুবাদকে কেবল ভাষাগত সমতুল্যতার বিষয় হিসেবে দেখা হয় না, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতও এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মালাধর বসুর *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* মূল সংস্কৃত ভাগবতের নির্বাচিত কাহিনি ও অন্যান্য পুরাণীয় উপাদান গ্রহণ করে বাংলা কাব্যের কাঠামো নির্মাণ করেছে। অর্থাৎ এখানে নির্বাচন, সংক্ষেপণ, সংযোজন ও কাব্যিক পুনর্গঠন ঘটেছে। এই কারণে এটিকে সৃজনশীল অনুবাদ বা রূপান্তরের দৃষ্টিতে দেখা অধিক যুক্তিযুক্ত।

জগন্নাথ দাসের ওড়িয়া ভাগবতের ক্ষেত্রেও একই বিষয় প্রযোজ্য। তিনি সংস্কৃত মূলকে অনুসরণ করলেও ওড়িয়া সমাজের ভাষা, সংস্কার, ধর্মীয় চেতনা ও নৈতিক মূল্যবোধকে রচনার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। ফলে মূলের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেও রচনাটি একটি স্বতন্ত্র ওড়িয়া সাহিত্যকর্মে পরিণত হয়েছে। এই দুই রচনার মধ্য দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট হয় যে অনুবাদ কখনও কখনও মূলের পুনরুৎপাদন নয়, বরং নতুন সাংস্কৃতিক পরিসরে মূলের পুনর্জন্ম।

ভাষা ও শৈলীর তুলনা— বাংলা ও ওড়িয়া দুটি পূর্বভারতীয় ভাষা। ভৌগোলিক নৈকট্য, ঐতিহাসিক যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের কারণে দুই ভাষার মধ্যে বহু সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু ভাগবতীয় সাহিত্যে এই দুই ভাষার নিজস্ব সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাগবতীয় সাহিত্যে পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দের ব্যবহার কাহিনিকে শ্রুতিমধুর করেছে। ভাষার সহজতা এবং কাহিনির গতি সাধারণ মানুষের কাছে কৃষ্ণকাহিনিকে জনপ্রিয় করে তোলে। বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যে পরবর্তী সময়ে আবেগ, প্রেম ও রসতত্ত্বের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। ওড়িয়া ভাগবতের ভাষাও সহজ, শ্রুতিমধুর ও সাধারণ মানুষের উপযোগী। এর পদ্যরীতি বিশেষভাবে পাঠ ও শ্রবণের উপযোগী করে নির্মিত। ফলে ওড়িয়া ভাগবত একটি 'শ্রুতিসাহিত্য'-এর চরিত্র অর্জন করে। দুই ক্ষেত্রেই সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারের প্রভাব রয়েছে। তবে অনুবাদকরা সংস্কৃতের দুরূহ বাক্যগঠন ও তাত্ত্বিক ভাষাকে সরাসরি গ্রহণ না করে আঞ্চলিক ভাষার নিজস্ব বাক্যরীতি ও শব্দভাণ্ডারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছেন। এর ফলে ধর্মীয় তত্ত্ব মানুষের দৈনন্দিন ভাষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

কৃষ্ণচেতনা : মিল ও অমিল— বাংলা ও ওড়িয়া ভাগবতীয় সাহিত্যের কেন্দ্রে কৃষ্ণ। কিন্তু কৃষ্ণচেতনার প্রকাশ দুই অঞ্চলে একই রকম নয়। বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণ ধীরে ধীরে প্রেম ও বিরহের কেন্দ্রীয় প্রতীকে পরিণত হন। রাধাকৃষ্ণের প্রেম, গোপীদের বিরহ, মিলন-বিরহের রস, মাধুর্যভাব এসব পরবর্তী বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণ এখানে একই সঙ্গে ঈশ্বর এবং প্রেমিক।

অন্যদিকে ওড়িয়া ভাগবতে কৃষ্ণচেতনার সঙ্গে জগন্নাথ-চেতনার একটি বিশেষ সম্পর্ক তৈরি হয়। ওড়িশার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে জগন্নাথের যে কেন্দ্রীয় স্থান, তার প্রভাব ওড়িয়া বৈষ্ণব ভাবনার উপরও পড়েছে। ফলে কৃষ্ণকে কেবল বৃন্দাবনের কৃষ্ণ হিসেবে নয়, বৃহত্তর জগন্নাথ-চেতনার সঙ্গে সম্পর্কিত ঈশ্বরসত্তা হিসেবেও উপলব্ধি করা যায়। এই পার্থক্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলায় কৃষ্ণচেতনা যেখানে প্রেম ও রসের দিকে অধিক অগ্রসর হয়, ওড়িশায় তা ভক্তি, নৈতিকতা, জ্ঞান ও জগন্নাথ সংস্কৃতির সঙ্গে এক ধরনের সমন্বিত ধর্মীয় চেতনা তৈরি করে।

হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ যোগেশ্বর স্মরণ জনঙ্ক শোদর।
সংসার অনল দহনে ডরে স্মরন্তি তোতে জনে।
তাহাঙ্ক দেউ মুখ্য গতি অভয় ব্রহ্মে সে পশন্তি।

(দাস, সপ্তম অধ্যায়, শ্লোক- ৭৯-৮১, পৃ. ১৯)

ভক্তিতত্ত্বের তুলনা— *শ্রীমদ্ভাগবত*-এর মূল তত্ত্বগুলির অন্যতম হল ভক্তি। বাংলা ও ওড়িয়া উভয় ভাগবতীয় সাহিত্যেই ভক্তি মুক্তির প্রধান পথ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যে ভক্তির সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক কখনও দাস্য, কখনও সখ্য, কখনও মাতৃত্ব এবং কখনও মাধুর্য রসের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষত রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে মানবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনের প্রতীক হিসেবেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 04
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 37 - 43
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ওড়িয়া ভাগবতে ভক্তির পাশাপাশি জ্ঞান ও নৈতিকতার গুরুত্ব লক্ষ করা যায়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন, নীতি, কর্তব্য, ঈশ্বরচেতনা এবং আত্মশুদ্ধির সঙ্গে ভক্তিকে যুক্ত করা হয়েছে। ফলে এখানে ভক্তি শুধু আবেগ নয়; জীবনদর্শনেরও অংশ। এই দুই ধারার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও উভয়ের উদ্দেশ্য একই ঈশ্বরকে মানুষের নিকটবর্তী করে তোলা এবং মানুষের আত্মিক জীবনকে সমৃদ্ধ করা।

লোকসংস্কৃতি ও জনজীবনে প্রভাব— বাংলা ও ওড়িয়া ভাগবতীয় সাহিত্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল তাদের গভীর লোকসংযোগ। বাংলায় ভাগবতীয় কৃষ্ণকাহিনি কীর্তন, পাঁচালি, পালাগান, পদাবলি এবং বিভিন্ন লোকআখ্যানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছেছে। কৃষ্ণের জন্ম, বাল্যলীলা, গোপীদের সঙ্গে সম্পর্ক, কংসবধ ইত্যাদি কাহিনি ধর্মীয় পরিসর অতিক্রম করে লোকসংস্কৃতির অংশ হয়ে ওঠে।

ওড়িশায় ভাগবত পাঠের সঙ্গে যুক্ত 'ভাগবত টুঙ্গী' একটি বিশেষ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। গ্রামের মানুষ সেখানে সমবেত হয়ে ভাগবত শুনত, আলোচনা করত এবং ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করত। এর ফলে ওড়িয়া ভাগবত একটি সামাজিক সংহতির মাধ্যম হয়ে ওঠে। এই দিক থেকে দুই ভাষার ভাগবতীয় সাহিত্যকে লোকশিক্ষার সাহিত্য হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। সংস্কৃত না জানা সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মীয় জ্ঞান পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ছিল অসামান্য।

ভো মুনি সত্য এ বচন জেণু সন্তোষ নহে মন।
কৃষ্ণ নির্মল যশ শুণ জেউ নকল উচ্চরণ।
যে ধর্মে কৃষ্ণ তোষ নোহি সে ধর্ম নিস্ফল অটই।
(দাস, পঞ্চম অধ্যায়, শ্লোক- ৩২-৩৩, পৃ. ১৩)

নারী ও প্রান্তিক মানুষের প্রসঙ্গ— আঞ্চলিক ভাষায় ধর্মীয় গ্রন্থের রূপান্তর মধ্যযুগীয় সমাজে জ্ঞানের প্রসার ঘটানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল। সংস্কৃত শিক্ষার সুযোগ মূলত সীমিত শ্রেণির মধ্যে থাকলেও বাংলা ও ওড়িয়া ভাষায় ধর্মীয় আখ্যানের প্রচার অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে এর সঙ্গে যুক্ত করে। নারীরাও সরাসরি বা পরোক্ষভাবে এই সাহিত্য-সংস্কৃতির অংশ হয়ে ওঠেন। ঘরোয়া পাঠ, শ্রবণ, কীর্তন এবং কৃষ্ণকেন্দ্রিক লোকাচারের মাধ্যমে ভাগবতীয় কাহিনি নারীদের সাংস্কৃতিক জীবনে প্রবেশ করে। তবে মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে নারীকে স্বাধীন ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকারী হিসেবে সর্বত্র দেখা যায় না এই সীমাবদ্ধতাটিও গবেষণায় বিবেচনা করা প্রয়োজন। ভাগবতীয় সাহিত্য তাই একদিকে জ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে এসেছে, অন্যদিকে তার সময়ের সামাজিক কাঠামোর সীমাবদ্ধতাও বহন করেছে।

বাংলা ও ওড়িয়া সাংস্কৃতিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে 'ভাগবত'— বাংলা ও ওড়িশার মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রয়েছে। বিশেষত পুরী ও শ্রীজগন্নাথকে কেন্দ্র করে বাংলার সঙ্গে ওড়িশার সম্পর্ক বহুমাত্রিক। শ্রীচৈতন্যের পুরী অবস্থান এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগকে আরও গভীর করে। চৈতন্যদেবের ভক্তি-আন্দোলন বাংলায় কৃষ্ণপ্রেম ও বৈষ্ণব ভাবধারাকে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করে। একই সময়ে ওড়িশাতেও জগন্নাথকেন্দ্রিক ধর্মীয় সংস্কৃতির সঙ্গে কৃষ্ণভক্তির নানা রূপের সমন্বয় ঘটছিল। ফলে বাংলা ও ওড়িয়া ভাগবতীয় সাহিত্যকে একেবারে বিচ্ছিন্ন দুটি ধারার পরিবর্তে বৃহত্তর পূর্বভারতীয় ভক্তি-সংস্কৃতির দুই ভিন্ন প্রকাশ হিসেবে দেখা যায়। এই সাংস্কৃতিক সংযোগের কারণে দুই অঞ্চলের কৃষ্ণভাবনা, ভক্তিরীতি, কীর্তন ও ধর্মীয় আখ্যানের মধ্যে বহু সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু স্থানীয় ঐতিহ্যের কারণে একই ধর্মীয় বিষয় ভিন্ন সাহিত্যিক রূপও লাভ করেছে।

ভাষা-পরিচয় নির্মাণে ওড়িয়া ভাগবতের ভূমিকা— ওড়িয়া ভাগবতের বিশেষ গুরুত্ব ভাষাতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও। একটি বৃহৎ ধর্মীয় গ্রন্থ যখন সাধারণ মানুষের ভাষায় রচিত ও ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়, তখন সেই ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম থাকে না, সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বাহক হয়ে ওঠে। জগন্নাথ দাসের ভাগবত ওড়িয়া ভাষার শব্দভাণ্ডার, বাক্যরীতি এবং

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 04
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 37 - 43
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সাহিত্যিক প্রকাশক্ষমতাকে শক্তিশালী করেছে। বহু মানুষের দৈনন্দিন ধর্মীয় জীবনে এই গ্রন্থের ব্যবহার ওড়িয়া ভাষাকে সামাজিকভাবে আরও দৃঢ় ভিত্তি দিয়েছে। বাংলাতেও একইভাবে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় ও বৈষ্ণব সাহিত্য বাংলা ভাষার সাহিত্যিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* থেকে পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলি সবকিছু মিলিয়ে বাংলা ভাষা কৃষ্ণভক্তির আবেগ প্রকাশের একটি শক্তিশালী সাহিত্যিক মাধ্যম হয়ে ওঠে। অতএব ভাগবতীয় সাহিত্য কেবল ধর্মীয় ভাবধারা প্রচার করেনি, আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্য ও সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্মাণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মূল উৎস এক হলেও আঞ্চলিক সংস্কৃতি তার প্রকাশকে পরিবর্তিত করেছে। বাংলা ভাগবতীয় সাহিত্য যেখানে কৃষ্ণপ্রেমের রসাত্মক ও আবেগময় দিককে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে, ওড়িয়া ভাগবত সেখানে ভক্তির সঙ্গে নৈতিকতা, জ্ঞান ও সামাজিক জীবনের সমন্বয় ঘটিয়েছে।

অনুবাদ ও আঞ্চলিকীকরণের তাৎপর্য— বাংলা ও ওড়িয়া ভাগবতীয় সাহিত্য নিয়ে আলোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আঞ্চলিকীকরণ। আঞ্চলিকীকরণ বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে একটি সর্বভারতীয় ধর্মীয় আখ্যানকে স্থানীয় ভাষা, সমাজ, লোকবিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত করে নতুন অর্থ প্রদান। একজন অনুবাদক যখন সংস্কৃত গ্রন্থকে বাংলা বা ওড়িয়ায় রূপান্তর করেন, তখন তিনি শুধু ভাষা পরিবর্তন করেন না, তিনি পাঠকের অভিজ্ঞতাও বিবেচনা করেন। কোন অংশ বিস্তৃত হবে, কোন অংশ সংক্ষিপ্ত হবে, কোন উপমা ব্যবহৃত হবে, কোন শব্দ সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য এসব সিদ্ধান্ত অনুবাদকের নিজস্ব সাংস্কৃতিক অবস্থানকে প্রকাশ করে। এই অর্থে মালাধর বসু ও জগন্নাথ দাস দুজনেই কেবল অনুবাদক নন, তাঁরা সাংস্কৃতিক মধ্যস্থতাকারী। তাঁরা সংস্কৃতের ধর্মীয় জ্ঞানকে আঞ্চলিক সমাজের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তাঁদের রচনার মধ্য দিয়ে একটি সর্বভারতীয় ধর্মীয় ঐতিহ্য দুইটি পৃথক ভাষায় নতুন জীবন লাভ করেছে।

উপসংহার— বাংলা ও ওড়িয়া ভাগবতীয় সাহিত্য ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির বহুত্ববাদী চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উভয়ের উৎস সংস্কৃত *শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ*, কিন্তু তার আঞ্চলিক রূপ এক নয়। বাংলা ও ওড়িয়া সমাজের পৃথক ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, ধর্মীয় সংস্কৃতি, লোকজীবন ও ভাষিক বৈশিষ্ট্য ভাগবতীয় আখ্যানকে ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যিক রূপ দিয়েছে। মালাধর বসুর *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* বাংলা ভাষায় কৃষ্ণকাহিনিকে কাব্যিক ও লোকগ্রাহ্য রূপ প্রদান করে বাংলা কৃষ্ণসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি নির্মাণ করেছে। পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্য সেই ভিত্তির উপর প্রেম, রস, রাধাতত্ত্ব ও কৃষ্ণভক্তির আরও বিস্তৃত জগৎ নির্মাণ করেছে।

এখন কথা হল বারবার মালাধর বসু কেন জগন্নাথ শব্দটি উল্লেখ করেছেন? তিনি তো 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' তথা শ্রীকৃষ্ণের বিজয়যাত্রা ব্যক্ত করেছেন তাঁর কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গে জগন্নাথ শব্দ কেন আসছে? তত্ত্বগতভাবে জগন্নাথ তো দারুব্রহ্ম। জগন্নাথ তত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণ কীভাবে সমীকরণ হচ্ছে? তবে মালাধর বসু তার কাব্যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীজগন্নাথকে অভেদ্য করেই ব্যক্ত করেছেন। তাই বলা যেতে পারে এক্ষেত্রে হয়তো পারিভাষিক শব্দ হিসাবেই জগন্নাথ উল্লেখিত হয়েছেন, যদি তা না হত তাহলে গোকুল প্রসঙ্গে জগন্নাথ প্রভুর কথা উল্লেখ করা হত না। গোকুলে জন্ম নিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীজগন্নাথ আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীগুণ্ডিচা মন্দিরের আড়প মণ্ডপে। জগন্নাথকে এখানে প্রাণনাথ, শ্রীমধুসূদন বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। বারবার তাকে প্রণাম জানানো হয়েছে, তার স্তুতি করা হয়েছে এই কাব্যে।

সেই জগন্নাথ প্রভু দেখিব গোকুলে।
চরণ বন্দিয়া করিব জন্ম সফলে।।

(বাগচী, বাংলা বাঙালি ও শ্রীজাগন্নাথ, পৃ. ১০৪)

অন্যদিকে অতিবড়ী জগন্নাথ দাসের *ওড়িয়া ভাগবত* কেবল ওড়িয়া ভাষায় ভাগবতের রূপান্তর নয়, এটি ওড়িয়া সমাজের ধর্মীয়, নৈতিক, ভাষিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত একটি প্রতিষ্ঠানসম গ্রন্থ। ভাগবত তুঙ্গী, সমবেত পাঠ ও শ্রবণের ঐতিহ্য একে সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত করেছে। জগন্নাথ সংস্কৃতির সঙ্গে এর সম্পর্ক ওড়িশার নিজস্ব ধর্মীয় পরিচয়কেও আরও সমৃদ্ধ করেছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 04
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 37 - 43
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তুলনামূলক বিচারে দেখা যায়, বাংলা ও ওড়িয়া ভাগবতীয় সাহিত্য উভয়ই সংস্কৃতের একটি সর্বভারতীয় ধর্মীয় ঐতিহ্যকে আঞ্চলিক ভাষায় রূপান্তরিত করেছে, কিন্তু তাদের সৃজনশীল পথ পৃথক। বাংলায় কৃষ্ণপ্রেম, রাধাভাব, মাধুর্য ও কীর্তনসংস্কৃতি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে, ওড়িয়ায় কৃষ্ণভক্তি জগন্নাথ-চেতনা, নৈতিকতা, জ্ঞান এবং সামাজিক পাঠ-শ্রবণ সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

অতএব বাংলা ও ওড়িয়া ভাগবতকে শুধু ধর্মীয় অনুবাদ হিসেবে বিচার করা উচিত নয়। এগুলি একই সঙ্গে সাহিত্য, অনুবাদ, সংস্কৃতি, ভাষা, লোকজীবন ও সামাজিক ইতিহাসের দলিল। সংস্কৃত ভাগবতের আঞ্চলিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যে সাংস্কৃতিক সেতু নির্মিত হয়েছে, তা ভারতীয় বহুভাষিকতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। এই তুলনামূলক অধ্যয়ন আমাদের দেখায় যে অনুবাদ কোনো সংস্কৃতির অনুকরণমাত্র নয়, বরং অনুবাদের মাধ্যমে একটি সাহিত্য নতুন ভূগোল, নতুন সমাজ এবং নতুন পাঠকের মধ্যে প্রবেশ করে নিজস্ব নতুন জীবন অর্জন করে।

সুতরাং বাংলা ও ওড়িয়া ভাগবতীয় সাহিত্যকে পাশাপাশি পাঠ করলে শুধু দুটি আঞ্চলিক সাহিত্যের তুলনা হয় না, এর মাধ্যমে ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' ধারণাটিও গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়। একই পুরাণ কীভাবে দুটি ভাষায় দুটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়— বাংলা ও ওড়িয়া ভাগবত তারই এক অনন্য উদাহরণ।

Bibliography:

Bagchi, Kaustubh. *Bangla Bangali o Shree Jagannath*. Bangiya Sahitya Samsad, 2019. Page no - 103-109

Mishra, Surendra Kumar. *Nabakalebarer Aitihya*. Translated by Shreya Halder. Prabha Prakashani, 2022. Page no - 38-44

Mishra, Surendra Kumar. *Mahodadhir Mahatirtha Swargadwar*. Translated by Shreya Halder. Bhasha Samsad, 2024. Page no - 15-18

Nanda, Debi Prasanna. *Shreemandire Shilposeba.* Translated by Shreya Halder. Sudarsan Prakashan, 2021. Page no - 86-92

Basu, Maladhar. *Shrikrishnavijaya*. Various edited editions.

Behera, Adyasha, and Arnapurna Rath. "Odia Bhāgabata and the Question of the Antiquity of Śrīmad Bhāgavatam." *Research Review Journal of Indian Knowledge ystems*. Various issues.

Choudhury, Abinash Dash. "The Pauranika as a Hermeneut? Pedagogies of Translation and Reading in Jagannatha Dasa." *Nidān: International Journal for Indian Studies*, vol. 11, no. 1.

Das, Asutosh. *History of Oriya Literature*. Various editions.

Das, Jagannatha. *Shrimad Bhagabata*. Various edited editions.

Mahapatra, Sitakant. *The Tradition of the Jagannath Cult*. Various editions.

Shrimad Bhagavata Purana. Sanskrit text. Various editions.

Mishra, Surendra Kumar. *Puri Shahi Yatra*. Translated by Shreya Halder. Prabha Prakashani, 2021. Page no - 48-62